৩১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 JAN 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

দৃষ্টি আকর্ষণ

উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক পরীক্ষার বর্তমান নিয়মকানুন অনেক ছাত্রছাত্রীর ফলাফলেই বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পরীক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে সাধারণ মানের অনেকেই-৫০ নম্বরের মধ্যে ৫০ করেই পেয়ে যায়। আবার কেবল যোগাযোগের অভাবে ৩০-৩২ করে পায়। অনেক সময় তাড়াহুড়ার কারণেও পরীক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সুবিচার করতে পারেন না।

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

দৃষ্টি আকর্ষণ

(প্রথম পাতার পর)

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ ধরনের তাড়াহুড়া জনিত গাফিলতির শিকার হয়েছি আমি। ৫০-এর মধ্যে রসায়নে ৪৮, পদার্থবিদ্যায় ৪৮ নম্বর করে পেলেও জীববিজ্ঞানে আমি পেয়েছি মাত্র ৩৭। এই কম নম্বর পাওয়ার কারণ ছিল পরীক্ষকদের তাড়াহুড়া। তাঁরা আমাদের মৌখিক পরীক্ষা না নিয়েই আন্দাজে নম্বর দিয়ে যান। ১৩ নম্বর কম পাওয়ায় আমার মোট নম্বর দাঁড়ায় ৫৭৮। মাত্র দু'নম্বর কম পাওয়ায় আমার প্রথম বিভাগ ফসকে গেল। এ বিষয়ে তদন্তের জন্য ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।—মোঃ তোফাজ্জল হোসেন খান পাঠান, রোল-১২৮৫৭৩, পূর্বদরি জাহাঙ্গীরপুর, তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ।